একচেটিয়া আগ্রাসন বিরোধী মঞ্চ

(প্রস্তুতি সমিতি)

২৯এ, গণেন্দ্র মিত্র লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৪

তারিখ ....

মাননীয় শ্রী গোপালকৃষ্ণ গান্ধী
রাজ্যপাল, পশ্চিমবঙ্গ
রাজভবন, কলকাতা - ৭০০ ০৬২

আমরা অত্যন্ত উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছি যে আমাদের দেশ বিশ্বায়ন কর্মসূচীতে যুক্ত হবার পর থেকেই সাধারণ মানুষের জীবন ধারণের ক্ষেত্রগুলি নানাভাবে বিশ্বের একচেটিয়া সংস্থাগুলি কব্জা করে নিচ্ছে। বিশেষত: সেজ গঠনের কর্মসূচী অন্যান্য রাজ্যসহ আমাদের রাজ্যেও এক বিরাট সংখ্যক কৃষিজীবি মানুষকে উচ্ছেদের মুখে দাঁড় করিয়েছে। সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের ঘটনা তার সবচেয়ে জ্বলন্ত উদাহরণ।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা লক্ষ্য করছি যে আমাদের রাজ্যে খুচরো ব্যবসায়ে দেশি ও বিদেশি বৃহৎ পুঁজির এক আগ্রাসী অনুপ্রবেশ ঘটতে চলেছে। ইতিমধ্যেই বেশ কিছু শহরে স্পেনসার, প্যান্টালুন, ওয়ালমার্ট, টেসকো, টার্গেট, ক্যাফু ইত্যাদি বিদেশী কোম্পানীর পাশাপাশি রিলায়েন্স, টাটা, বিড়লার মতো বেশ কিছু দেশীয় বড় কোম্পানীর অনুপ্রবেশ দেশ জুড়ে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। আমাদের রাজ্যে বড় আকারে রিলায়েন্স সহ আরও বড় বড় সংস্থা এই ব্যবসা শুরু করবার মুখে এবং এরা কেবল বড় শহর নয়, ছোটখাটো শহরেও শপিং মল গড়ে তোলবার উদ্যোগ শুরু করেছে। পশ্চিমবঙ্গের এক বিশাল সংখ্যক মানুষ জীবিকার জন্য এই খুচরো ব্যবসায়ের উপর নির্ভরশীল। ব্যবসায়ী সংগঠন এফ. টি. ও. -র মতে এখানে প্রায় ৪৫ লক্ষ খুচরো দোকান আছে যার উপর প্রায় ২ কোটি মানুষ নির্ভরশীল। কৃষির পরে এই ক্ষেত্রের উপরই সর্ব্বোচ্চ সংখ্যক মানুষ নির্ভরশীল। এইরকম একটি পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে আমরা আশঙ্কা করছি ;

১) খুচরো ব্যবসার মাত্র ২০ শতাংশও যদি এই বিদেশী ও দেশি একচেটিয়া পুঁজির হাতে যায়, তা হলে আমাদের রাজ্যে ছোট ব্যবসার সাথে যুক্ত ৮০ লক্ষ মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়বেন।

২) এরা যেহেতু পণ্যের উৎপাদন, পরিবহন ও যোগান সবকিছুই উন্নত প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে স্বল্প সংখ্যক লোকের সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ করে তাই কেবল দোকানদার, দোকান কর্মচারীরাই ক্ষতিগ্রস্থ হবে না, তার সাথে ভ্যানচালক, রিক্সাচালক, মুটে ইত্যাদি কাজে নিযুক্ত আরও বহু মানুষও কাজ হারাবে।

৩) একচেটিয়া সংস্থা কোনোরকম শ্রম আইনের তোয়াক্কা না করে অল্প মজুরীতে কর্মচারীদের মাত্রাতিরিক্ত পরিশ্রম করাবে। যার ফলে শোষণের মাত্রা হবে ভয়াবহ।

৪) খুচরো ব্যবসায়ে এই বড় বিদেশী ও দেশী বিনিয়োগকারীরা কৃষি ব্যবস্থার উপর পুরো নিয়ন্ত্রণ কায়েম করবে এবং উৎপাদিত ফসলের সিংহভাগ রপ্তানী করবে যার ফল কৃষকদের পক্ষে হবে মারাত্মক।

৫) এরা মুনাফার লক্ষ্যে ভোগবাদকে উৎসাহিত করতে মানুষের সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, রুচি, অভ্যাস এগুলিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করবার চেষ্টা করবে যার ফল দাড়াবে এক সামগ্রিক সাংস্কৃতিক অবক্ষয়।

এমতাবস্থায় আমরা আপনাকে একান্তভাবে অনুরোধ করছি যে আমাদের রাজ্যে একচেটিয়া কারবারীদের এই আগ্রাসন রুখতে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করুন, না হলে সামনের দিনে আমাদের নিশ্চিতভাবেই কর্মহীনতা, দারিদ্র্য, অনাহারের এক করুণ চিত্র প্রত্যক্ষ করতে হবে এবং এই পরিণতি সমাজে এক ভয়ঙ্কর অস্থিরতার জন্ম দেবে।

ধন্যবাদান্তে